R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৪ই জানুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

পৌষ পার্বণের বর্ষণ রবি ফসলের ক্ষতি করতে পারেনি

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৪ জানুয়ারী—আজ পৌষ সংক্রান্তি। পৌষ পার্বণ। পুণ্যার্থীদের গঙ্গাস্নান, বনভোজন আর ঘরে ঘরে পিঠে-পুলি খাওয়ার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট দিন। বাজারদর যতই বাড়ুক অথবা ঠাণ্ডা যতই পড়ুক, উৎসবে ভাটা পড়তে দেখা যায় না কখনও। এবার যেমন পৌষ পার্বণের আগের দিন উত্তরে বাতাস আর অকাল বর্ষণ ঠাণ্ডাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু মকর সংক্রান্তির স্নানে কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি। তেমনি রবি ফসলেরও কোন ক্ষতি করতে পারেনি পৌষ পার্বণের এই বর্ষণ। যদিও বৃষ্টি হয়েছে এক সপ্তাহে দু'বার—অর্থাৎ গত বুধবার এবং গতকাল (মঙ্গলবার)। মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই বৃষ্টি গম ও রাই সরষের পক্ষে আশীর্বাদের কারণ হবে। ছোলা ও মসুরের ক্ষেত্রে নীচু এলাকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আলুতে ধসা রোগ লাগার সম্ভাবনাও প্রবল। এমনিতেই এবারের রবি মরশুম চাষীদের কাছে আদর্শ বছর, তার উপর এই অকাল বর্ষণ আশীর্বাদের কারণ হয়েছে। এবার পূজোর সময় অর্থাৎ গত অকটোবর মাসে যে বৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের জেলায় তার পরিমাণ ছিল আট সেন্টি মিটারেরও ওপর। ফলে রবিশস্য চাষে বিলম্ব ঘটালেও তখন থেকেই রবি মরশুমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মাটি শুকাবার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলেও মাটি তৈরীর জন্য চাষীদের আর সেচের প্রয়োজন হয়নি। তারপর আবার এই পৌষের অকালবর্ষণ রবি ফসলের আরো উপকার করে দিয়ে গেল।

বিক্ষুব্ধ কর্মীদের ওপর নজরদারি

বিশেষ সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর, ১৪ জানুয়ারী—রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটিতে ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু রাজ্য সরকারী কর্মচারী শাসকদলের পার্টি-ক্যাডারদের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হ'য়েছেন বলে জানা গেল। বিক্ষুব্ধ কয়েকজন নেতাকে এ ব্যাপারে নাকি শাসানো হ'য়েছে। জঙ্গিপুরে অফিসিয়াল কো-অরডিনেশন কমিটির জনৈক নেতাকে শাসকদলের পারটি অফিসে এবং পারটি-ক্যাডারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে দেখা গেছে। এ-ব্যাপারে ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা গেল বহরমপুরে শাসকদলের জনৈক মন্ত্রীর কাছে বিক্ষুব্ধরা জেলা-কালেকটরির ঘটনা বিবৃত করার পর পারটিসূত্রে বিক্ষুব্ধ কর্মীদের ওপর 'ওয়াচ' করার নির্দেশ এসেছে। ওই মহল আরো জানান

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘির গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতি

সাগরদীঘি, ১২ জানুয়ারী—সোমবার রাত্রে এই থানার বালাগাছি গ্রামে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা লুঠ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। খবরে প্রকাশ, ওই দিন রাত্রে গ্রামবাসী মনোরঞ্জন সরকারের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত পৌনে এক ঘণ্টা ধরে আটটি বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি করে। গৃহস্বামী এবং তাঁর বড় ছেলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। ছোট ছেলে ডাকাতদলের হাতে গুরুতরভাবে প্রহৃত হয়। পালাবার সময় তারা জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় এবং নগদে ও ৩৭ ভরি সোনার গহনায় প্রায় সোয়া এক লক্ষ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। ডাকাতরা আগে থেকে নাকি চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল বলে গ্রামবাসী সূত্রে জানানো হয়েছে। খবরটিও গ্রামবাসী সূত্রের। পুলিশ সূত্রের খবরে জানানো হয়েছে, গৃহস্বামীর নাম মুক্তিপদ সরকার এবং লুন্ঠিত অর্থের পরিমাণ প্রায় আট হাজার টাকা। সরকারী ও বেসরকারী সূত্রের খবরে লুন্ঠিত অর্থের পরিমাণে আসমান-জমিন ফারাকে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

কলেজে কর্মবিরতি

জঙ্গিপুর, ১৪ জানুয়ারী—সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের স্পনসর্ড কলেজগুলির মত জঙ্গিপুর কলেজের শিক্ষাকর্মীরা তাঁদের ২২ দফা দাবির ভিত্তিতে ৭ জানুয়ারী থেকে কর্মবিরতি ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন। ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়েছে। শিক্ষাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজও বর্জন করেছেন। কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনে মহকুমা শাসক জঙ্গিপুর কলেজ কেন্দ্রে বি কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরীক্ষা প্রহসন

অরঙ্গাবাদ, ১২ জানুয়ারী—অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের ছাত্রদের বি কম পারট ওয়ান-এর পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছিল জঙ্গিপুর কলেজে। ৯ জানুয়ারী তারিখের পরীক্ষার জন্য ৮ জানুয়ারী তারিখে পরীক্ষার্থীদের জানান হয় যে ৯ তারিখের পরীক্ষা বহরমপুর কলেজে নেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীরা এসে ডি এন কলেজের অধ্যক্ষকে রাত্রিবেলা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১০ জানুয়ারী—ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সঠিক পদ্ধতিতে লোক নিয়োগ, কেন্দ্র কর্তৃক সঠিক নিয়োগ নীতি ঘোষণা, ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের পরিবার পিছু একজনের চাকরির দাবিতে এবং বৃহত্তম শহরতলি মালদহে স্থানান্তরের প্রতিবাদে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ এন টি পি সি অফিসের সামনে গণ অবস্থান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যবসায়ীর সাজা

সাগরদীঘি, ১৪ জানুয়ারী—স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমানকে জঙ্গিপুর আদালত ভেজাল সরষের তেল বিক্রীর অভিযোগে ৫০০ টাকা জরিমানা এবং তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। প্রকাশ, সাগর-দীঘি জনস্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৭৮ সালে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের তেলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষার জন্য জেলা দপ্তরে পাঠান। সেখানে রাসায়নিক পরীক্ষায় ওই তেল গুরুতর ভেজাল প্রমাণিত হওয়ায় ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা (৬৩৯ সি-৭৮) দায়ের করা হয় এবং দোষী সাব্যস্তে বিচারপতি ব্যবসায়ীকে উল্লিখিত সাজা দেন।

বে-আইনী হলার সীজ

জঙ্গিপুর, ১৪ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ এনফোরসমেন্ট পুলিশ সম্প্রতি তেঘরি ও সম্মতিনগরে হানা দিয়ে দুটি বে-আইনী হলার সীজ করেছে। হলার-গুলি ত্রিভুন সিংহ রায় ও ইয়াসিন বিশ্বাসের। এগুলি বিনা লাইসেনসে চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৭

'জানু-ভানু-কৃশানু'-ই ভরসা

এই প্রবন্ধ লিখিবার দিনকয়েক পূর্ব হইতেই ভারতের নানা জায়গা শৈত্য-প্রবাহের কবলে পড়িয়াছে। জম্মু, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থানে প্রতি বৎসরেই হিম-প্রবাহের দাপট হয়; বিপর্যস্ত হয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। সম্প্রতি উল্লেখিত স্থানগুলি ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারত শীতাক্রান্ত হইয়াছে। দার্জিলিং, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল-প্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে একদিকে শৈত্য-প্রবাহ, অন্যদিকে বৃষ্টিতত্রত্য অধিবাসীদিগকে অসহ্য কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে। এই হিমস্পর্শ আমাদের এতদঞ্চলে লাগিতেছে। বিগত কয়েক দিনে আবহাওয়ার পরিস্থিতি প্রায় প্রতিকূল। আকাশ মেঘলা, অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হইয়াছে। যদিচ মেঘ কাটিয়াছিল, সূর্যের উত্তাপ শরীরে লাগিতে চাহে না—এমনই এক শীতল বায়ুপ্রবাহ। আজ সারা আকাশ মেঘে ঢাকা সারাদিন ধরিয়া। দিনমান হিমাক্ত বাতাস সঙ্গী। সন্ধ্যায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। শীতের জাড্যতা আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। স্বতঃস্ফূর্ত কর্মোৎসাহ যেন চলিয়া গিয়াছে।

জীবের উৎস সূর্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সূর্যশক্তি দিয়া বৃক্ষলতা পশুর দৈববর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে। উদ্ভিদজগৎ মানবাদি প্রাণীর খাদ্য। অবশ্য প্রাণীর কিছু কিছু শ্রেণী খাদ্য হইয়াছে। প্রাণিজ খাদ্য অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধাদি বর্তমানে সাধারণ বাঙ্গালীর নাগালের বাহিরে। যে পরিমাণ এই সব বস্তু খাইলে শীতের প্রকোপের মোকাবিলা করা যায়, তাহা সংগ্রহ করা বাঙ্গালীর আর্থিক দৈন্যে সম্ভব নহে। অতএব শীতের জড়তা তাহাদিগকে পাইয়া বসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাসায়নিক পরিচর্যায় উৎপন্ন আনাজপত্রের স্বাদ গিয়াছে বলিয়া রসনা বিকল; খাদ্যের বহু-বিচিত্র ভেজাল-আক্রমণে পাচনতন্ত্রের জরাজীর্ণতা। এহেন পরিস্থিতিতে এমন কোন্ ভাগ্যবান আছেন সাধারণ সংসারে যিনি শীতের এই মরশুমে স্বাদকামী জিহ্বা ও পোষণকামী দন্তসংক্তির বুভুক্ষা মিটাইতে পারিবেন। অতএব 'জানু-ভানু-কৃশানু' তাঁহাদের 'শীতের পরিত্রাণ'।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

হাসপাতালের ভাল-মন্দ

আপনার পরিচালিত বহুল প্রচারিত ও প্রখ্যাত সাপ্তাহিক জঙ্গিপুর সংবাদের গত কয়েক সপ্তাহের সংখ্যা আমার চোখে পড়েছে এবং তার কারণ মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে প্রকাশিত সংবাদগুলো। বলা বাহুল্য যে আমি একজন হাসপাতালের কর্মচারী এবং তাই এই ঔৎসুক্য। আপনাদের সংবাদপত্রের মাননীয় সাংবাদিক শ্রীবিমান হাজরার হাসপাতাল সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশনা সত্যিই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। তার সংবাদের প্রতি ছত্রে তার কঠোর পরিশ্রম ও বাস্তববাদিতার চিহ্ন বর্তমান। যদিও সংবাদগুলোতে ছোটখাট কয়েকটা তথ্যগত ভুল আছে তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ঘটনা সত্য। প্রশংসার দাবী রাখে আপনার সম্পাদকীয় নিবন্ধও "প্রতিবেদনের আলোকে"। এখন আমার প্রশ্ন, যাদের উদ্দেশ্যে এই সংবাদ তারা সজাগ হলেন কি! যদি না হন তাহলে জঙ্গিপুরবাসী সমস্ত জনগণ এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের কর্ত্তব্য হবে এই ঘটনার প্রতিকার দাবী করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অন্যথায় সবটাই বিফল হবে। সবশেষে একটা কথা আলোচনা করতে চাই। ডাঃ দত্তর বিরুদ্ধে যে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ তা কারা করেছেন? তারা কি সেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যারা বিভিন্ন প্রকার অন্যায় দাবী (যেমন—তার রোগীর জন্য বাড়তি সুবিধে/তার মক্কেলের ইনজুরি রিপোর্ট ভাল করে লিখে দেওয়া/যখন তখন ওয়ার্ডে ঢোকা অথবা বাড়ি গিয়ে অসঙ্গত সময়ে রোগীর খবরাখবরের ছুতোয় ডাক্তারদের বিরক্ত করা ইত্যাদি) নিয়ে তাঁর কাছে গেছেন এবং একটা সরাসরি "না" শুনেছেন। তাঁরা এটাকে অভদ্র ব্যবহার তো বলবেনই কারণ ডাঃ দত্তই "না" বলার সাহস রাখেন এবং সেটা ওঁরা শুনতে অভ্যস্ত নন। তাঁদের প্রচার মাধ্যম অনেক জোরালো কারণ তাঁরা স্থানীয়। তাঁদের বিকৃত প্রচার প্রাধান্য পায়। আর প্রায় অপরিচিত এক ডাক্তারের বক্তব্য শুনবে কে? হাসপাতাল কর্মীরা তাঁকে চেনেন—তাঁর সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ তাঁদের অতীতে ছিল না—তিনি ছিলেন তাদের প্রিয় (এস ইউ সি এর আক্রমণের সময় তারাই তাঁকে রক্ষা করেছিল) কিন্তু আজকে তিনি অপ্রিয় কারণ তিনি শুধু সৎ থাকতেই চাননি, অন্যকেও সৎ করার চেষ্টার মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। অন্ততঃ আজকের বাজারে আমার স্থির বিশ্বাস সাধারণ হাসপাতাল কর্মচারী ও স্থানীয় জনসাধারণ (নেতাদের বাদ দিয়ে) তাঁকে বুঝতে চাইবেন ও পারবেন। ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এবং এ ব্যাপারে শ্রীহাজরার সংবাদ বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। স্থানীয় জনসাধারণ—হাসপাতাল আপনাদের, এর ভাল মন্দের দায়িত্বও আপনাদের, এগিয়ে এসে সেই দায়িত্ব কাঁধে নিন। দালাল ও কিছু সুযোগসন্ধানী নেতার হাতে ছেড়ে দেবেন না; কারণ অসুস্থ হাসপাতাল ভোগাবে আপনাদেরই অসুস্থ সন্তানের মত।—জনৈক হাসপাতাল কর্মচারী।

কাজ বন্ধ প্রসঙ্গে

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিনা নোটিশে কাজ বন্ধ' সংবাদটি কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রকৃত ঘটনা হল, প্রতি তিন মাস অন্তর জঙ্গিপুর হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজের জায়গা পরিবর্তন হয়। কিন্তু ৩০ নভেম্বর ৮০ তারিখে কাজের জায়গা (যার নাম ডিউটি রোষ্টার) পরিবর্তন করে নূতন জায়গায় কাজ করার কথা। উক্ত দিনে ভারপ্রাপ্ত এস ডি এম ও ডাঃ সুব্রত দত্ত সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কোন ডিউটি রোষ্টার কর্মীদের সামনে রাখেননি। স্বভাবতই কর্মীরা যথাসময়ে কাজে এসে হাজিরা খাতায় সহি করেন এবং কাজের জায়গা ঠিক করে দিতে না পারায় কর্মীরা ওয়ার্ড মাষ্টারের ঘরের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে ভারপ্রাপ্ত এস ডি এম ও এসে কর্মীদের যেখানে কাজ করতে বলেন কর্মীরা সেখানেই কাজ আরম্ভ করেন। এ প্রসঙ্গে ডাঃ দত্তকে মারধোর করার হুমকি দেওয়ার সংবাদটিও সর্বৈব মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক। সুতরাং প্রকাশিত সংবাদে 'বিনা নোটিশে কাজ বন্ধ' তথ্যের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সাথে সাথে অনুরোধ আমাদের এই প্রতিবাদ পত্রটি আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।—মন্মথনাথ শীল, সহঃ সম্পাদক, সারা বাংলা স্বাস্থ্য বিভাগীয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা।

গমের বদলে অখাদ্য আটা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারী—দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুজাপুরে একজন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে খয়রাতি সাহায্য খাতে গমের বদলে অখাদ্য আটা বিলির অভিযোগ উঠেছে। এবং এই আটা জোর করে গছানো হচ্ছে বলে প্রকাশ। ইতিপূর্বে এই ডিলারের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

ঝাকসু স্মরণসভা

জঙ্গিপুর, ১৪ জানুয়ারী—সম্প্রতি সরস্বতী লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত ঝাকসু স্মরণসভায় প্রয়াত লোককবির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও স্মৃতিচারণ হয়। ঝাকসুকে আলকাপের চ্যাপলিন আখ্যা দিয়ে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডঃ দিলীপ ঘোষ বলেন, লোকনাট্যে ঝাকসুর অবদান অপরিসীম। আলকাপ যতদিন থাকবে, ঝাকসুর নাম ততদিন অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে। সভায় ঝাকসুর নামে ধনপতনগর প্রাঃ বিদ্যালয় ও পুরসভার একটি রাস্তার নামকরণ এবং একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাবসহ বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

সাগরদীঘি, ১৪ জানুয়ারী—ভারত বয়েজ স্কাউট গাইড বালিয়া নেতাজী সংঘের ১৯ জন সদস্যকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ, খোসবাগ, মতিঝিল ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়ে নিয়ে এসেছে।

খেলার খবর

মিরজাপুর, ১৪ জানুয়ারী—বিহারে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সটপুট নিক্ষেপে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের গীতা দাস তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই ক্লাবের ঝরনা দাস, বনানী দাস ও বিপদ দাস বাঙলা দলের প্রতিনিধিত্ব করে। ঝরনা দাস ডিসকাস নিক্ষেপে দ্বিতীয় ও বিপদ দাস ১৫০০ মিঃ দৌড়ে চতুর্থ হয়। পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই ক্লাবের কৃষ্ণা দাস জেভেলিন নিক্ষেপে দ্বিতীয় এবং ইতু দাস দীর্ঘ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এ ছাড়াও সারা জেলা আসন প্রতিযোগিতায় এই ক্লাবের অরুণ সাহা প্রথম স্থান অধিকার করে।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল)

১৯৮১ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড থ্রী ক্লাশ খোলা হয়েছে।

নূতন বছরের জন্য কেজি-ওয়ান, কেজি-টু, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান, ষ্ট্যাণ্ডার্ড টু এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড থ্রীতে ভর্ত্তি শুরু হয়েছে।

নির্ধারিত ফর্ম ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।

অধ্যক্ষ
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন
জোতকমল, জঙ্গিপুর

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বিবেকানন্দ জয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ জানুয়ারী—স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম জন্ম জয়ন্তী আজ স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। জঙ্গিপুরের ইংরেজি স্কুল বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজী জয়ন্তী পালিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হয়।

ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ জানুয়ারী—ভাগীরথীতে মাছ ধরতে গিয়ে গতকাল একজন জেলে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে জ্ঞান হারায়। হাসপাতালে ভর্ত্তির পর আজ তার মৃত্যু ঘটে।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনের সামনে ১২·১৩ কাঠা বাসোপযোগী জায়গা বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। আরতি ব্রহ্ম, ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুরশিদাবাদ) অথবা সুভাষ সেনগুপ্ত, 'রকমারি' রঘুনাথগঞ্জ (মুরশিদাবাদ)।

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

হারানো প্রাপ্তি

গত ১৩ নভেম্বর, ১৯৮০ রাত্রে আমার বাসভবন থেকে চুরি যাওয়া অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি কাঠের বাক্সে সংরক্ষিত জমি এবং বাড়ি সংক্রান্ত দলিল ও কিছু জরুরী এবং মূল্যবান কাগজপত্র খোয়া গিয়েছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন, ফেরত দিলে উপকৃত হব এবং যথাসাধ্য পুরস্কারের চেষ্টা করব। —মদনমোহন দত্ত, পিতা ৺ত্রিপুরেশ্বর দত্ত, বাজারপাড়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুরশিদাবাদ)

শিক্ষক আবশ্যক

লীভ ভ্যাক্যান্সীতে (প্রায় পাঁচ মাসের জন্য) একজন স্নাতক পি, জি, বি, টি শিক্ষক আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাতদিন মধ্যে আবেদন করুন।
—সম্পাদক, সেখদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ রমনা সেখদীঘি, মুরশিদাবাদ।

ভেবে করুন, ক'রে আর ভাববেন না

সঞ্চয় যদি সত্যিই করতে চান—তাহলে আপনাকে অবশ্যই ব্যয়ের আগে তা করতে হবে—যদি ভেবে থাকেন ব্যয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকবে—সেটাই সঞ্চয় করবেন—তাহলে আর যাই হোক সঞ্চয় করা হবে না।

এর পরে আসুন—কষ্টার্জিত টাকা কোথায় সঞ্চয় করবেন এবারে আপনাকে একটু ভেবে এগুতে হবে।

আপনাকে যে সমস্ত জিনিস ভাবতে হবে সেগুলি হল—

১। আপনার সঞ্চিত অর্থের ১০০% ভাগ নিরাপত্তা।

২। অর্থ বিনিয়োগ করে আপনার কি পরিমাণ লভ্যাংশ আনবে।

৩। প্রয়োজন এবং সময়মত সে টাকা আপনি তুলতে পারবেন কি না?

৪। সঞ্চয়ের দলিল কোনভাবে নষ্ট হলে বা চুরি গেলে তার পরিবর্ত সহজ ব্যবস্থা আছে কি না?

৫। লগ্নী টাকা ভারতের যে কোন জায়গায় বসে ফেরত পাওয়া যাবে কি না?

৬। সর্বোপরি ঐ টাকাটা আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া দেশ ও সমাজের কাজে লাগছে কি না?

৭। আপনার আমানতের কোন অংশ বাজেয়াপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না?

৮। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার লগ্নী-প্রকল্পের সুযোগ আছে কি না? সঞ্চয় করার আগে যদি আপনি ওপরের কথাগুলো ভালোভাবে ভাবেন, তাহলে আপনাকে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পে আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী লগ্নী করুন—যেখানে পাবেন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সুদ। তাছাড়া আছে—

ক) করের রেহাই। খ) লটারীর সুযোগ।
গ) মনোনয়ন ও হস্তান্তরের সুবিধা প্রভৃতি।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সব আয়ের মানুষ এর অংশীদার হতে পারেন।

বিশদ জানতে হলে নিকটতম পোষ্ট অফিস, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক বা অনুমোদিত এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস কর্তৃক প্রচারিত]

বিক্ষুব্ধ কর্মীদের ওপর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্য ফ্রণ্ট পারটি-ক্যাডারদের মধ্যে যে বিক্ষোভ আছে, কো-অরডিনেশন কমিটির ভাঙনের ফলে তা যাতে প্রভাবিত না হ'তে পারে তার জন্য আগে-ভাগেই এই আদেশ জারী করা হ'য়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কো-অরডিনেশনের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী কর্মচারীদের শ্রেণীনির্বিশেষে ওয়ান-ইউনিট কমিটির পক্ষে প্রচার চলাচ্ছেন। এদের বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের কর্মসূচীর কথাও বলতে শোনা গেছে। এঁরা অন্যান্য সংগঠনের কর্মচারীদেরও দলমতনির্বিশেষে একটি সংগঠনের মধ্যে দলভুক্ত করতে চান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের প্রশ্নে শাসকদলে প্রচণ্ড মতভেদ আছে। তবে অনেক সাধারণ কর্মচারীই আগামী বাজেট অধিবেশন পর্য্যন্ত পে-কমিশনের মুখ চেয়ে বসে আছেন—এঁরা আপাততঃ কোন দলেই ভিড়তে চান না।

বিক্ষোভ প্রদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঃ বঃ রাজ্য কমিটির সভাপতি অমিতাভ বসু, ফেডারেশন নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব শঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ। প্রায় ৩০ হাজার সমর্থক গণ অবস্থানে অংশ গ্রহণ করেন। দশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি দাবিসনদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরীর অপচেষ্টার প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

কলেজে কর্মবিরতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রহণে প্রয়াসী হন দুইজন সরকারী কর্মচারী ও জন তিনেক কলেজ শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণে সরকারী প্রশাসনকে সহায়তা করেন। ঐ দিনই মহকুমা শাসকের দপ্তরের কর্মচারীরা এইভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও এক অংশের কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন বানচাল করার চক্রান্তের প্রতিবাদে মহকুমা শাসকের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকারী কর্মচারীরা পরিষ্কার ঘোষণা করেন, আন্দোলন ভাঙ্গার দালালী তাঁরা করবেন না। এই বিক্ষোভ এবং অসহযোগিতার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক পরীক্ষা কেন্দ্র বহরমপুরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। শেষ খবরে জানা যায়, কলেজ কর্মীদের আন্দোলন জেলার স্পনসর্ড কলেজগুলিতে পূর্ণোদ্যমে চলছে।

পরীক্ষা প্রহসন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই সংবাদ দিয়ে প্রতিকারের দাবী করলে অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য সুতি থানার ও-সি-র সহযোগিতায় রাত্রীতেই মাইকযোগে ঐ পরিবর্তিত পরীক্ষার স্থান ঘোষণা করেন। পরে শোনা যাচ্ছে মহকুমা শাসকের আদেশে সামসেরগঞ্জ থানারও অনুরূপ ঘোষণা করা হয়। অধ্যক্ষ অনুমান করেন, এতে হয়ত কিছু ছাত্র পরীক্ষায় সময়মত বসতে পারবে না। সময় থাকতে ব্যবস্থা নিলে হয়ত এটা এড়ানো যেত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Inspector of Schools
(Primary Education), Murshidabad.

TENDER NOTICE

Open tenders are hereby invited for the rates of various stationery articles for purchasing for the office of the District Inspector of Schools (Primary Education), Murshidabad, P. O. Berhampore.

The detailed statement of Stationery articles will have to be available in the office of the undersigned from 13. 1. 81 to 27. 1. 81.

The quotation will be received by the undersigned at 3 P. M. on 28. 1. 81. Alongwith the income tax, sales tax and specimen of articles. After acceptance of the quotation the firm should have to deposit N. S. C. on the basis of total purchase of stationery articles @ 2½% subject to the condition that the undersigned may accept the lowest quotation or any of the quotation without assigning any reason for acceptance or regection of the same.

Sd/- **J. C. Saha**
District Inspector of Schools
(Primary Education), Murshidabad.

আমিও একদিন……

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জ্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১
ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।